জাকিয়া বেগমের জীবন পরিবর্তনের গল্প

পটভুমিঃ তিনটি বড় বড় নদী বেষ্টিত একটি জেলার নাম শরীয়তপুর। এ জেলাটি বাংলাদেশের দক্ষিণ মধ্যাঞ্চলে অবস্থিত। এ অঞ্চলের মানুষের অনেক আদি পেশার মধ্যে কাশা পিতলের পাশাপাশি সিলভারের তৈজষপত্র বানানো ও বিক্রি করা একটি অন্যতম প্রধান পেশা ছিল। যা কালের বির্বতনে এ পেশা আজ মৃতপ্রায়। এলাকাবাসীর মতে কোন এক সময় এই এলাকার মানুষের ঘুম ভাঙ্গতো কাশা বা সিলভারের বাসনের উপর হাতুঁড়ির ঠন ঠন শব্দে। এ শব্দ আজ খুজেঁ পাওয়া প্রায় দুষ্কর। শরীয়তপুর শহরের আশেপাশে প্রায় ৩৫০-৪০০ পরিবার এ পেশায় সাথে যুক্ত ছিল। যা বর্তমানে কমতে কমতে ৬০-৭০ এ নেমে এসেছে। তবে সিলভারের তৈজসপত্র প্রায় নাই বলেরই চলে। তাই এ শিল্পকে আবারো ফিরিয়ে আনার জন্য এসডিএস এ প্রকল্প হাতে নিয়েছে।

যোগাযোগের ঠিকানাঃ
নাম- জাকিয়া বেগম, স্বামী- মস্তোফা সরদার গ্রাম- কাশাভোগ মধ্যপাড়া, পালং পৌরসভা, শরীয়তপুর সদর, শরীয়তপুর।
তথ্য সংগ্রহকারীঃ সাইফুল ইসলাম, মার্কেটিং অফিসার, এসইপি প্রকল্প, এসডিএস, শরীয়তপুর।
তারিখ- ০৬/০৯/২০২১

১. (আপনি প্রথমে কিভাবে এসইপি-তে যুক্ত হলেন এবং বর্তমানে আপনার অবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিত বলুন?)

আমি ২০১৯ সাল থেকে সিলভারের বাসন পত্র উৎপাদনে কাজ করে যাচ্ছি। আমি ও আমার স্বামী জনাব মস্তোফা সরদার এই ব্যবসাটি শুরু করি। আমরা অনেক সংগ্রাম করে এ শিল্পকে আরো কয়েকটি পরিবার টিকিয়ে রেখেছি। কিন্তু এ কাজের জন্য অনেক টাকার প্রয়োজন, যা ব্যাংকগুলি জামানত ছাড়া টাকা দিতে চায় না, আর যে পরিমানে টাকা দেয় তা দিয়ে আমাদের ব্যবস্যার চাহিদা পুরণ করা সম্ভব হয়না। এজন্যই আমি ব্যবসার শুরু দিক থেকেই এসডিএস এর সাথে যুক্ত হয়ে ঋণ নিয়ে এ কাজ করছি। এ বছরের শুরুর দিকে এসডিএস এর কর্মী ও শাখা ব্যবস্থাপক আপা এসে এসইপি প্রকল্পের ঋণের কথা আলোচনা করে এবং আমি যেহেতু পুরানো সদস্য তাই আমাকে এ কাজের জন্য ১০০০০০ (এক লক্ষ) টাকা ঋণ প্রদান করে। বর্তমানে আমার ব্যবসা অন্যান্য জনের চেয়ে কিছুটা ভালো চলছে।

২। (এসইপি-তে যুক্ত হওয়ার ফলে আপনার জীবনের যে পরিবর্তন লক্ষ্য করছেন, সেটির পূর্বে আপনার অবস্থা সম্পর্কে বর্ণনা করুন)ঃ

ব্যবসা শুরুর আগে আমাদের এলাকার লোকজন আমাদের সামাজিকভাবে তেমন মূল্যায়ন করতো না। কোন সামাজিক কাজে আমাদের ডাকতো না। তখন আমরা নিজের ইচ্ছায় এ ব্যবসায় নামী এবং আমাকে সহযোগীতার হাত বাড়িয়ে দেয় এসডিএস।

করোনাকালে আমি টাকার অভাবে কাচাঁমাল কিনতে পারি নাই। এ বছরের শুরু দিকে এসইপি ঋণ নেওয়ার পর আমি ঢাকা থেকে আবারও কাচাঁমাল কিনে ব্যবসা শুরু করি। আমার ৬ জন কর্মচারী এই করোনা কালেও তাদের ছাড়ি নাই। কাচাঁমালের দাম আগের তুলনায় অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে প্রায় ২০-২৫%। করোনা পরিস্থিতি

কিছুটা ভালো হওয়ায় গতমাস থেকে আবার বিক্রির চাহিদা কিছুটা বাড়তেছে। তবে করোনা কালে দেশের বিভিন্ন স্থানে মালামাল পাঠানোর জন্য পরিবহন ভোগান্তিতে পরতে হয় এবং পরিবহন ভাড়াও বেশী দিতে হয়েছে, যার জন্য ব্যবসায় লাভ কমে গেছে। এসডিএস এর এসইপি প্রকল্প থেকে ঋণ নেওয়ার পর যেহেতু কাচাঁমাল বেশী করে কিনতে পেরেছি এবং পরিবহন চালু হওয়ায় মালামাল পাঠানো সহজ হয়েছে, যার ফলে বর্তমানে আমার ব্যবসা কিছুটা লাভের দিকে আছে।

তবে বর্তমানে লোকজন সামাজিকভাবে ভালো চোখে দেখে আর যে কোন কর্মকান্ডে আমাদের ডাক দেয়।

৩। (এসইপি-এর হস্তক্ষেপের ফলে পরিবর্তনটি কীভাবে ঘটল (প্রক্রিয়া) এবং কীভাবে পরিবর্তন গুলি আপনার জীবনকে প্রভাবিত করেছে (ফলাফল)?

এসইপি প্রকল্পের ঋণ নেওয়ার পর কাচাঁমালের ঘাটতি না থাকায় আমার উৎপাদন বাড়াতে পেরেছি এবং বর্তমানে বাজারে সিলভারের তৈরীর তৈজষপত্রের দাম আশানুরূপ হওয়ায় আমার ব্যবসা লাভবানের আশায় আছি।

৪। উল্লেখিত পরিবর্তনটি কীভাবে অন্যান্য ক্ষুদ্র-উদ্যোগের মালিক/পরিবার/শ্রমিক/সম্প্রদায় গুলিতে প্রভাব ফেলছে (ফলাফল)?

আমাকে দেখে অন্য আরো ১ জন সদস্য এ প্রকল্প থেকে ঋণ নিয়েছে এবং তার ব্যবসা সচল রেখেছে। তবে সবাই যেহেতু নতুন করে ঋণ নিয়ে কার্যক্রম শুরু করেছি তাই ফলাফল বা পরিবর্তন আসতে একটু দেরি হবে।

৫। উপরে উল্লেখিত পরিবর্তন কেন আপনার কাছে তাৎপর্য পূর্ণ?
এ শিল্পের সাথে যে সকল পরিবার জড়িত, তাদের অন্যকোন ব্যবসা বা কর্ম করা তুলনামূলকভাবে একটু কঠিন। তাই এ ব্যবসা আমাদের নিজেদের স্বার্থেই টিকিয়ে রাখতে হবে ।

৬। অতিরিক্ত মন্তব্য (যদি থাকে)ঃ
তবে আমরা যদি এ ব্যবসাটার জন্য বিভিন্ন ধরনের উপযুক্ত যুগোপযুগী ব্যতিক্রমধর্মী আর্কষনীয় ডিজাইনের মালামাল তৈরী করতে পারলে, তাহলে হয়তো আরো লাভবান হতেও পারতাম।

উদ্যোগে কর্মরত উদ্যোক্তা